সত্যের আধুনিক প্রকাশ

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.maktabatulfurqan.com

مكتبة الفرقان

নির্বাচিত বয়ান সংকলন

মুমিনের সফলতা

মুফতী শামসুদ্দীন জিয়া দা.বা.
খলীফা, হযরত মাওলানা আবরারুল হক রহ., মাওলানা আলী আহমাদ বোয়ালভী রহ. এবং মাওলানা যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দি দামাত বারাকাতুহুম
শিক্ষা পরিচালক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, পটিয়া

সংকলন | **মুহাম্মাদ আদম আলী**

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

নির্বাচিত বয়ান সংকলন **মুমিনের সফলতা**
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
বাড়ি ২৭, রোড ১৮, সেক্টর ৩, উত্তরা, ঢাকা
www.maktabatulfurqan.com
adamalibd@yahoo.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৭ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

বাংলাবাজার বিক্রয়কেন্দ্র ১১/১ ইসলামী টাওয়ার (প্রথম ফ্লোর), বাংলাবাজার, ঢাকা

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : মুহাররম ১৪৩৯ / সেপ্টেম্বর ২০১৭
প্রথম সংস্করন / দ্বিতীয় প্রকাশ : ১০ ফেব্রুয়ারী ২০১৮
প্রচ্ছদ ■ সিলভার লাইট ডিজাইন স্টুডিও, ঢাকা
প্রুফ সংশোধন : তৈয়বুর রহমান

ISBN : 978-984-92291-2-4

মূল্য ■ ৳ ৩০০.০০ (তিন শত টাকা মাত্র)

USD 12.00

অনলাইন ক্রয় : wafilife.com; rokomari.com

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

হযরত মুফতী শামসুদ্দীন জিয়া সাহেব দামাত বারাকাতুহুম (খলীফা, হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ., হযরত মাওলনা আলী আহমাদ বোয়ালভী রহ. এবং হযরত মাওলানা যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দি দা.বা.) বাংলাদেশের অন্যতম একজন ফকীহ, সমকালীন ইসলামী চিন্তাবিদ এবং বিখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ।

জন্ম ১৯৫৪ সালে। চট্টগ্রাম জেলায় বাঁশখালী থানার প্রেমাশিয়া গ্রামে। সাত বছর বয়সে হযরতের শিক্ষাজীবন শুরু। তার পিতা তাকে প্রথমে স্কুলে ভর্তি করে দেন। প্রেমাশিয়ার জনাব নুরুজ্জামান সিকদারের প্রাইমারী স্কুল। হযরতের মেধা ছিল প্রখর। দ্রুত তিনি শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ক্লাস ফাইভে বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে চারিদিকে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। এসময় বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষকগণ বাড়িতে এসে ভীড় করেন। তারা হযরতেক তাদের স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য পিতাকে অনুরোধ করতে থাকেন। কিন্তু মায়ের ইচ্ছা ছিল ব্যতিক্রম। তিনি তাকে মাদরাসায় পড়ানোর জন্য পূর্ব থেকেই মনস্থির করে রেখেছিলেন। শেষ পর্যন্ত মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। আল্লাহ তা'আলা সেই ইচ্ছা এমনভাবে পূরণ করেন, যা হয়ত তিনি নিজেও কল্পনা করেননি।

হযরত প্রাইমারী শিক্ষার পাশপাশি দ্বীনি শিক্ষা অর্জনে সচেষ্ট ছিলেন। এজন্য প্রত্যেহ সকালে স্থানীয় কাসেমুল উলুম মাদরাসায় পবিত্র

কুরআনসহ জামাতে দাহুমের কিতাবগুলি পড়তেন। মায়ের ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি হাই স্কুলে ভর্তি না হয়ে চট্টগ্রাম ষোলশহরস্থ জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। এটা ছিল ১৯৬৭ সালের ঘটনা। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে এবং পরে তিনি আরও কয়েকটি মাদরাসায় অধ্যয়ন করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া পটিয়ায় জামাতে পানজুম থেকে দাওরায়ে হাদীস, *তাখসুস ফিল ফিকহিল ইসলামী* তথা ফিকাহ শাস্ত্রের উচ্চতর স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। উল্লেখ্য ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ ইত্তেহাদুল মাদারিসের তত্বাবধানে অনুষ্ঠিত দাওরায়ে হাদীসের কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে ইত্তেহাদ কর্তৃক বৃত্তি লাভ করেন এবং ১৯৭৭ সালে ফিকহ শাস্ত্রের বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে আবারো প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

কক্সবাজার জেলার মহেশখালী থানাধীন গোরক ঘাটা ইসলামিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে তাঁর কর্ম জীবনের সূচনা হয়। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ১৯৭৮-১৯৮০ পর্যন্ত ঐ মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। ১৯৮১ সালে শাইখুল আরব ওয়াল আযম হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইউনুছ সাহেব রহ.-এর বিচক্ষণ দৃষ্টি তাঁর উপর পড়ে। তিনি তাকে জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেন। প্রথম থেকেই *তাখাসুস ফিল ফিকহীল ইসলামী* বিভাগের নায়েবে মুফতি ও তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পান। তখন থেকে আজ পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৬ বৎসর যাবৎ তিনি একাগ্রচিত্তে উক্ত প্রতিষ্ঠানে নিজ দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করে যাচ্ছেন।

বর্তমানে তিনি আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, পটিয়ার শিক্ষা পরিচালক, মুফতি, মুহাদ্দিছ এবং ইসলামী আইন ও গবেষণা বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। এর পাশাপাশি তিনি দেশের বিভিন্ন মাদরাসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ইসলামী ব্যাংকিং জগতে দ্বীনি কর্মকাণ্ড আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি যুগপৎভাবে বাংলাদেশের বিফাকুল মাদারিসিল কওমীয়া তথা কাওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত কেন্দ্রীয় *দারুল ইফতা* এবং বাংলাদেশ

আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিসের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত *ইসলামী গবেষণা পরিষদ বাংলাদেশ*-এর অন্যতম সদস্য। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের শরীয়াহ কাউন্সিলের মেম্বার হিসেবে এবং আরও কয়েকটি ব্যাংকের ইসলামী কর্মকাণ্ডে জড়িত আছেন।

বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম ফকীহ হিসেবে মুফতী শামসুদ্দীন জিয়া সাহেব বিশেষভাবে পরিচিত। তবে তিনি শিক্ষা জীবনে ফিকাহ শাস্ত্র পড়ায় মোটেও আগ্রহী ছিলেন না। তিনি বলেন,

> ‘আমাদের সময় মাদরাসার ভালো ছাত্ররা মানতেক-ফালসাফা বেশি পড়ত। পটিয়া মাদরাসার বিখ্যাত উস্তাদ হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুর রহমান রহ. (সাবেক পরিচালক, বসুন্ধরা ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার) সেখানে কেবল তাকাসসুস ফিল ফিকাহ বিভাগ খুলেছেন। আমি যখন ভর্তিফরম নিয়েছি, তখন হুযুর আমার ভর্তি ফরম আটকে দিলেন। তিনি বললেন যে, তাকে মানতেক পড়তে দেওয়া হবে না। তাকে ফিকাহ পড়তে হবে। কিন্তু আমি ফিকাহ পড়ার জন্য রাজি ছিলাম না। তখন তিনি মাওলানা সুলতান যওক দামাত বারাকাতুহুম এবং মুফতী মুজাফফর সাহেব দামাত বারাকাতুহুমকে ডেকে বললেন, তাকে রাজি করাও। সে দু’ঘণ্টা ফিকাহতে পড়বে এং চার ঘণ্টা মানতেক পড়বে। তবে সে ফিকাহের কামরায় থাকবে। মানতেকের কামরায় থাকবে না। হুযুরের এ হুকুম আমার জীবনকে পাল্টে দিল।’

তার অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হযরত মাওলানা সিদ্দিক আহমদ রহ. (খতীবে আযম), হযরত মাওলানা ইউনুছ রহ. (হাজী সাহেব), হযরত মাওলানা মুফতী ইবরাহীম রহ., হযরত মাওলানা আলী আহমদ রহ. (বোয়ালভী সাহেব), হযরত মাওলানা নুরুল ইসলাম রহ. (ক্বাদীম সাহেব)-সহ আরও অনেক বিখ্যাত বুযুর্গানে দ্বীন।

আলোচ্য গ্রন্থে হযরতের কিছু বয়ান সংকলন করা হয়েছে। কিতাবটির নাম রাখা হয়েছে *মুমিনের সফলতা*। সফলতা বলতে আমরা যা বুঝি, শরীয়তে এর অর্থ আরও ব্যাপক। আমরা আমাদের সকল চেষ্টা ও ধ্যানে কেবল পার্থিব জীবনে সফল হওয়াকেই উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়েছি। বাহ্যিক এ সফলতাও সার্টিফিকেট কেন্দ্রিক। এতে আত্মিক উন্নয়ন ও আখেরাত ভাবনা না থাকাতে সামাজিকভাবে এ সফলতার কোনো প্রভাব পড়ে না। সমাজে কলুষতা বাড়ছেই। অথচ জীবনের ব্যাপ্তি এ জগতেই সীমাবদ্ধ নয়। মৃত্যুর পরও আমাদের জন্য অনন্ত-অসীম জীবন অপেক্ষমান। সে জীবনে সফলকাম হওয়াই আসল সফলতা। এটাকে শরীয়ত নাম দিয়েছে *আফলাহা* বা চূড়ান্ত সফলতা। আর এজন্য কলব বা আত্মার পরিশুদ্ধতা অর্জন একটি আবশ্যকীয় বিষয়। এ কিতাবে সংকলিত প্রায় সবগুলো বয়ানেই এ দিকটাকে তুলে ধরা হয়েছে। নিজেকে নতুনভাবে উপলব্ধি ও পরিশুদ্ধ করার জন্য এ কিতাবটি খুব সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ।

কিতাবটি ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। হযরত মুফতী শামসুদ্দীন জিয়া সাহেব দামাত বারাকাতুহুম অনুগ্রহ করে নিজেই এর পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়েছেন। তিনি এতে প্রয়োজনীয় সংশোধন-সংযোজন করেছেন। এছাড়া আরও অনেকে প্রুফ সংশোধনসসহ গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোন অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। আল্লাহ তা‘আলা এ লেখাকে কবুল করুন। যারা এ লেখা প্রকাশের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকেও কবুল করুন। সবাইকে এর উসিলায় বিনা হিসেবে জান্নাত নসীব করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
সংকলক ও প্রকাশক
বাড়ি ২৭, রোড ১৮, সেক্টর ৩, উত্তরা
ঢাকা–১২৩০

২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭

অবতরণিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি তার বান্দাদের নেক কাজ করার তাওফীক দেন, তারপর তিনিই তা কবুল করেন এবং দুনিয়া-আখেরাতে এর বদলা দেন।

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তা'আলা দয়া করে আমাকে কিছু দ্বীনি কথা বলার তাওফীক দিয়েছেন। সেগুলোর কয়েকটি আমার এক স্নেহাস্পদ মুহাম্মাদ আদম আলী রেকর্ডার থেকে শুনে শুনে লেখেছে। ইংরেজি শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও তার দ্বীনি বয়ান লেখার হিম্মত এবং কর্মস্পৃহা আমাকে মুগ্ধ করেছে। মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ না হলে এভাবে লেখা সম্ভব নয়। তদুপরি বয়ান সংকলনটি তারই প্রকাশনা *মাকতাবাতুল ফুরকান* থেকে ছাপা হচ্ছে জেনে খুশি হয়েছি।

এখানে সংকলিত সবগুলো বয়ানই আমি অদ্যোপান্ত দেখে দিয়েছি। প্রয়োজনীয় সংশোধন-সংযোজন করেছি। তবু ভুল থাকাটাই স্বাভাবিক। পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাদের জানালে পরবর্তী সস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের দু'জনকেই কবুল করুন। আমাদের ভুল-ভ্রান্তি মাফ করে দেন। এ কথাগুলোকে যেমন করে সংরক্ষণ করেছেন, তেমনিভাবে তা উম্মতের কল্যাণেও নিয়োজিত করুন। এর মধ্যে হেদায়েত ও বরকতের ফল্গুধারা জারি করে দেন। উল্লেখ্য সে আরও

কিছু বয়ান সংকলন করার আশা রাখে। আল্লাহ তা'আলা আমাকে ও তাকে সেই নেক কাজ করার তাওফীক দান করুন।

এ কিতাব প্রকাশে যে যেভাবে সহায়তা করেছে, আল্লাহ সবাইকে কবুল করুন, চূড়ান্ত সফলতা দান করুন এবং জান্নাত নসীব করুন। আমীন।

মুফতী শামসুদ্দীন জিয়া
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া
চট্টগ্রাম

২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭

সূচীপত্র

নেক আমল ১৩
উত্তরা, ঢাকা

মুমিনের সফলতা ৩৫
উত্তরা, ঢাকা

খেলাফত ও নিসবত ৫৫
প্রফেসর হযরতের সাপ্তাহিক মজলিস, উত্তরা, ঢাকা

ইসলাহ : গুরুত্ব ও করণীয় ৬৭
মসজিদ, সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা

গোনাহ ও তাওবা ৮৫
মসজিদ, সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা

সালেহীন হওয়ার গুরুত্ব ১০১
চাঁন্দগাও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম

আল্লাহর একত্ববাদ ১২৫
মসজিদ, সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা

হাত বাড়ালেই হাত, ঠোঁট নড়লেই কথা
তাকালেই দৃষ্টি এসে সৃষ্টি করে নতুন প্রভাত
এসব না পেলে আকাশে মেঘের মতো ভাসতে থাকে সফলতা।
আমি হাত আর দৃষ্টি খুঁজে বেড়াই, মনে ধরে না কিছুই
আর কতকাল গেলে সফল হব আমি!

নেক আমল

হযরত মুফতী শামসুদ্দীন জিয়া সাহেব দামাত বারাকাতুহুম ০৯ জুন ২০১৭ তারিখে সকাল সাড়ে দশটায় জনাব বায়েজীদ সাহেবের বাসায় (বাড়ি ৪৯/ডি, রোড ১৩/বি, সেক্টর ৩, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০) প্রায় পঞ্চাশ মিনিটব্যাপী এই বয়ান করেন। বয়ানের শুরুতে ভূমিকা হিসেবে মজলিস ও শ্রোতা সম্পর্কে হযরত মূল্যবান আলোচনা করেন। দ্বীনি মজলিসের জন্য বক্তা যেমন দরকার, শ্রোতাও তেমনি দরকার। তবে বক্তার শ্রোতাদের সংখ্যার দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত নয়। আবার শ্রোতা সংখ্যা বেশি হলে মজলিসে আলোচনায় বরকত হয়। এটি শ্রোতার আন্তরিকতা ও চাহিদার উপর নির্ভর করে। পরিশেষে রমাযান মাসের রোযাসহ অন্যান্য ইবাদতে অন্তরের পরিশুদ্ধতার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

“

যদি হাসানাত বা নেকী নিয়ে বেহেশতে যেতে হয়, তাহলে আমাদের বেহেশতে যাওয়ার সুযোগ নেই। কেন সুযোগ নেই? যারা আল্লাহর নেক বান্দা, তাদের নেক আমল আছে, হাসানাত আছে। আর আমাদের ভালো কাজ যা আছে, তা-ও ভালো কাজ হয় না, সাইয়্যিআত হয়ে যায়। আমাদের নামায তো নামায হয় না। নামায আরেকটা গোনাহ হয়ে যায়। কারণ নামায আমরা এমনভাবে পড়ি, যেভাবে পড়ার কারণে নামাযকে আমাদের মুখের উপর নিক্ষেপ করা হয়। এজন্য আমাদের নামায তো হাসানাত হচ্ছে না, সাইয়্যিআত হয়ে যাচ্ছে। ◆পৃ. ২৩

”

নেক আমল

نَحْمَدُه‘ وَنَسْتَعِيْنُه‘ وَنَسْتَغْفِرُه‘ وَنُؤْمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه‘ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَه‘وَنَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَه‘ لاَ شَرِيْكَ لَه‘ ونَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه‘ وَرَسُوْلُه‘ ۞ اَمَّابَعْدُ فَاَعُوْذُبِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ۞ فَأَمَّا مَن طَغٰى ۞ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۞ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوٰى ۞ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۞ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى ۞ صَدَقَ اللهَ الْعَظِيْمُ ۞ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ ۞

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তা‘আলা কিছু দ্বীনি কথা বলা-কওয়ার সুযোগ দিয়েছেন, এজন্য আল্লাহর লাখো শুকরিয়া। মানুষের স্বভাবই এটা যে, মাহফিলে লোক সমাগম বেশি হলে আয়োজকরা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। আর কম হলে অন্তত যারা বক্তা, তারা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। একটা ঘটনা আমি শুনেছি। হযরত মাওলানা সৈয়দ ইসমাইল শহীদ রহ.-এর ঘটনা। তিনি দিল্লির জামে মসজিদে দু’ঘণ্টার কাছাকাছি বয়ান করেছেন। মাহফিলে হাজার হাজার মানুষ। বয়ান শেষ করে তিনি সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছেন। এসময় গ্রাম থেকে একজন লোক, খুব দৌড়াতে দৌড়াতে হাঁপাতে হাঁপাতে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছে। আর বলছে,

‘সুনাহুঁ, আজ মাওলানা ইসমাইল কা বয়ান হে। লেকিন মুঝে দের হোগিয়ি। বয়ান নিহি মিলা (আজকে মাওলানা ইসমাইল সাহেবের বয়ান হবে শুনেছি। আমার দেরি হয়ে গেছে। বয়ান পেলাম না।)। এ কথাটা ঐ গ্রাম্য লোকটা স্বয়ং ইসমাইল শহীদ রহ.-কেই বলছে। তখন তিনি বললেন, ‘তুমি বস। আমি ইসমাইল।’

তারপর হযরত মাওলানা ইসমাইল শহীদ রহ. ঐ একজনের জন্য হাজার হাজার লোকের সামনে যে বয়ান করেছিলেন, তা হুবহু রিপিট করলেন। পরে লোকেরা জিজ্ঞেস করেছে, ‘হযরত, কি ব্যাপার! আপনি একজনের জন্য এতক্ষণ কথা বললেন?’ ইসমাইল শহীদ রহ. জবাবে বললেন, ‘আমি আগেও একজনের জন্য বলেছি। এখনও একজনের জন্য বলেছি।’ একজন বলতে কে? আল্লাহ তা‘আলা। আগেও আমি হাজার হাজার লোকের জন্য বলি নাই। তখনও একজনের জন্য মানে আল্লাহর জন্য বলেছি। এখন যে তিনি একা, এখনও একজনের জন্য বলেছি। মানে আল্লাহর জন্য বলেছি।

আমাদের বুযুর্গরা এমনই ছিলেন। আমাদের মধ্যে ঐরকম এখলাস নেই। আল্লাহ তা‘আলা তা আমাদের দান করুন। এগুলো না থাকলেও বলতে বলতে চলে আসে। দাওয়াতুত তাবলীগের কাজে ছয়টি উসুল আছে। সেখানে একটা কথা বলা হয় যে, ঈমানের কথা মানুষকে বেশি বেশি বলো। ঈমান আসবে কি করে? ঈমানের কথা অন্যকে বেশি বেশি করে বলো। তখন হাকীকতে ঈমান আসবে। নামাযের কথা আরেকজনকে বেশি বেশি বললে নামাযের কথা নিজের মধ্যে আসবে।

আরেকজনকে বলার মধ্যে অনেক ফায়দা রয়েছে। কিছু আমল এমন আছে, যেগুলো সবাই দেখে। আমি আরেকজনকে পর্দার কথা বললাম। এখন পর্দার ব্যাপার তো মানুষ দেখে। আমি যদি নিজে পর্দা না করি, তাহলে মানুষ মনে মনে বলবে যে, তোমার লজ্জা নাই! তুমি আরেকজনকে পর্দা করতে বলো, অথচ তুমি যে কর না? আরেকজনকে যদি *তাকবীরে উলা*-এর সাথে নামায পড়ার কথা বলি, আর আমি নিজেই তা না করি, তখন আমার মন আমাকে বলবে যে,

তুমি আরেকজনকে তাকবিরে উলার সঙ্গে নামায পড়ার কথা বলো, অথচ তুমি পড় না, মানুষ তোমাকে কি বলবে? হাদীস শরীফে আছে,

وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الإِيمَانِ

'আর লজ্জা ঈমানের একটি বিশেষ শাখা।'[১]

হযরত মাওলানা আলী আহমাদ বোয়ালভী রহ. বলতেন, 'মানুষ কিছু মন্দকাজ আল্লাহকে লজ্জা করে ছাড়ে, কিছু মানুষকে লজ্জা করে ছাড়ে। এখানে দুই লজ্জার কথাই এসেছে।' আল্লাহর প্রতি লজ্জা মানে আল্লাহর ভয়েও ছাড়ে। মানুষের লজ্জা মানে লোকলজ্জার ভয়েও ছাড়ে। মানুষ আল্লাহর ভয়ে যতটুকু ছাড়ে, তার চেয়ে বেশি লোকলজ্জার ভয়ে ছাড়ে। আল্লাহকে যারা ভয় করে, তারাও লোকলজ্জার ভয়ে ছাড়ে, আল্লাহকে যারা ভয় করে না তারাও ছাড়ে। আল্লাহর ভয়ে কারা ছাড়ে? যারা কেবল আল্লাহকেই ভয় করে। যাদের কাছে লোকলজ্জার বালাই নেই, তারা ছাড়ে না। যেভাবেই হোক ছাড়ার কাজটা হলো। আল্লাহর ভয়ে ছাড়ুক অথবা লোকলজ্জার ভয়ে ছাড়ুক। এজন্য বোয়ালভী রহ. বলতেন, 'কেবল আল্লাহর হায়া নয়, লোকলজ্জার যে ভয় আছে, সেটা বড় কাজ করে। এমন কাজ যেগুলো মানুষে দেখে, সেগুলো অন্যকে করতে বললে একসময় তার মনে হয়, এটা আমি মানুষকে করার জন্য বলছি, আমি না করলে মানুষ আমাকে কি বলবে? এজন্য অন্যকে বলার কারণে মানুষ ভালো কাজ করে এবং মন্দ কাজ ছাড়ে।' আমাদের বেলায়ও একই রকম। মানুষকে বার বার বলতে বলতে আমার নিজের মধ্যেও কোনো কাজ করা বা ছাড়ার তাওফীক হবে। একটা হাদীস আছে। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথা। তিনি বলেন,

أَخْشٰى عَلَيْكُمْ كُلَّ مُنَافِقٍ عَلِيْمِ اللِّسَانِ

'আমি তোমাদের জন্য ঐ মুনাফিক থেকে ভয় করি যার জবান খুব চালু (কিন্তু কলব চালু না)।'[২]

[১] মুসলিম, *সহীহ*, অধ্যায় : ঈমান (كتاب الإيمان); নং ৫৯

অর্থাৎ যে বাকপটু কথা বলে। কথাটা মুখ থেকে বলে, অন্তরে তার কিছু নেই। এরকম মুনাফিককে আমি ভয় করি। সুতরাং মানুষকে বলতে বলতে নিজের মনে একটা ভাব আসবে, হে আল্লাহ আমি তো করছি না! আমাকে তা করার তাওফীক দাও। মানুষকে বলার এটাই ফায়দা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেরাজের ঘটনা আমরা অনেকেই জানি। সেখানে তিনি কিছু লোককে তাদের জিহ্বার মধ্যে বড়শি লাগিয়ে ঝুলিয়ে রাখতে দেখেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাইল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এরা কারা?' জিবরাইল আলাইহিস সালাম জবাবে বললেন, 'তারা আপনার উম্মতের মধ্যে ঐসব খতীব বা বক্তা - যারা মানুষকে নসীহত করত, কিন্তু নিজে আমল করত না। জিহ্বার কথার উপর নিজে আমল না করার জন্য তাদের এই শাস্তি।'

আপনারা মনে করবেন, এটা কেবল যারা বক্তৃতা দেয়, তাদের জন্যই প্রযোজ্য। আসলে তা নয়। কারণ আমরা প্রত্যেকেই একেকজন বক্তা। হয়ত আমি একজন মেয়ে মানুষ। আমি আমার বান্ধবীকে বলছি যে, এ কাজ করো না। সে কাজ করো না। এটাও তো একটা বক্তৃতা। ছোট্ট বক্তৃতা। ছোট্ট বক্তা। এই যে বড়শি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখবে - এটা তাদের জন্যও প্রযোজ্য যারা এরকম বলে আর নিজে আমল করে না। এটা বড় মাহফিল হোক, ছোট মাহফিল হোক, ঘরোয়া মাহফিল হোক, দু'জনের পরস্পর আলাপই হোক - যখনই কেউ বলা কথার উপর নিজে আমল করবে না, তারই এ অবস্থা হবে। আমি এজন্য দু'আ করি, 'হে আল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেরাজের রাত্রে যে অপরাধের কারণে শাস্তির ঘটনা বলেছেন, আমাকে ঐ অপরাধে লিপ্ত করিও না।' এটা আমি যখন বলব, বলতে বলতে আল্লাহ তা'আলা ঐ খারাপ দোষটা আমার থেকে বের করে দিবেন।

[২] মিরকাত, শরহে মিশকাত, খণ্ড-১, পৃ. ২৮৫